দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

প্রবন্ধ

ঢাকা বৃহস্পতিবার, ১১ ভাদ্র ১৪১৭, ২৬ আগস্ট ২০১০

# বাংলাদেশ : প্রত্যাশা ও উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

প্রত্যাশা মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। মানুষ তার প্রত্যাশার মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং জীবনের মানে খুঁজে ফিরে। প্রত্যাশার মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা স্থির করে। হাজারো চাহিদার মধ্যে মানুষের কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে যা ধনী গরিব নির্বিশেষ সবারই মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারগুলো হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। মৌলিক অধিকার নিয়ে মানুষ শুধু জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়ন, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। এগুলো মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

প্রত্যাশা অর্জিত হয় বিশেষ কতগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এ প্রক্রিয়া সংগঠিত হলেই উন্নয়ন ঘটে। অর্থাৎ প্রত্যাশা অর্জনের ধাপগুলো হল উন্নয়নের ধাপ। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, আইন-শৃংখলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ প্রত্যাশা ও উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমরা কেমন আছি? দেশ কেমন চলছে? দেশের জনসাধারণ কতখানি সন্তুষ্ট? এ প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক উত্তরটি হবে উন্নয়নের সংজ্ঞা। এ সংজ্ঞাটি মানুষের আত্মা ও আত্মগত বিচার (Subjective Judgement) আর বিষয়ভিত্তিক বা আত্ম-বহির্ভূত বিচার (Objective Judgement) দুটোরই সমন্বয়। উন্নয়ন সাপেক্ষে একটা উন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, ন্যূনতম মজুরি প্রদান, আয়ের সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং ন্যূনতম আয়তনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি ইত্যাদি হচ্ছে উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট উপকরণ। মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)-HDI হচ্ছে উন্নয়নের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য একটি সূত্র। দেশের মাথাপ্রতি GDP এবং সমৃদ্ধপ্রাপ্ত মাথাপ্রতি আয়, শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি, মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যে খুঁজে পাবো আমরা উন্নয়ন করছি কিনা বা আমরা কেমন আছি? প্রায় এক যুগ আগে বিশ্ব ব্যাংকের একটি জরিপমতে মাথাপ্রতি GNP অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে নিম্ন আয়, মধ্য আয়, উচ্চ মধ্য আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশে ভাগ করা হয়। তৎকালীন সময়ে (২০০০ সাল) যেসব দেশে বছরে মাথাপ্রতি

> *মৌলিক অধিকার নিয়ে মানুষ শুধু জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়ন, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। এগুলো মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।*

GNP $ ৭৫৫ বা তারও নিচে সেগুলো নিম্ন আয়ের দেশ, $ ৭৫৬-$ ২৯৫৫ হচ্ছে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ, $ ২,৯৫৬-$ ৯,২৬৫ দেশগুলোকে উচ্চ মধ্য আয় এবং $ ৯২,৬৬৬ বা তদূর্ধ্ব আয়ের দেশগুলো হচ্ছে উচ্চ আয়ের দেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) দেশগুলোকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশে জীবনযাত্রার নিম্ন মান, আয়ের অসম বণ্টন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার স্বল্পতা নিম্নস্তরের উৎপাদনশীলতা, অধিক জন্ম হার এবং আনুপাতিক হারে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে কৃষি নির্ভরশীল এবং এসব দেশে রপ্তানি সামগ্রী বলতে সাধারণত Primary product বা কাঁচামাল। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং বাজার সম্পৃক্ত তথ্যাদির সীমিতকরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য দেশের ওপরও নির্ভরশীল। জীবনযাত্রার মান তখনই নিম্ন মানের হয় যখন দেশটি দারিদ্র্যপীড়িত হয়, মাথাপ্রতি নিম্ন আয়, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিম্ন মান ও অপ্রতুলতা, শিশু মৃত্যুর হার বেশি, অপ্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল নিয়োগ সুবিধার অভাব এবং সর্বসাকুল্যে মানবজীবন একটি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়।

সমগ্র বিশ্ব সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয় হচ্ছে $ ৩১.০ ট্রিলিয়ন। কয়েকটি উন্নত দেশের সর্বমোট জাতীয় আয় বিশ্বব্যাপী অর্জিত জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর GNP বা সামগ্রিক জাতীয় আয় মাত্র $ 9 ট্রিলিয়ন, যা সারাবিশ্বের সামগ্রিক জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ২২.৫ ভাগ। আবার উন্নত দেশগুলোতে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে গড়পড়তা জনসংখ্যার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বিস্ময়কর হলেও বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ লোক উন্নত দেশগুলোকে বসবাস করে, যারা বিশ্ব আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই ভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। অন্যদিকে, বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগকে বসবাস করতে হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশ। উল্লেখ্য, শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটে বিশ্ব আয়ের মাত্র শতকরা ২২.৫ ভাগ।

উন্নয়শীল দেশগুলোর নিম্ন উৎপাদনশীলতার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার অপ্রতুলতা কর্মজীবীদের মাথাপ্রতি স্বল্প মূলধন, শিক্ষা প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অদক্ষতা ইত্যাদি। তাছাড়া দারিদ্র্যপ্রবণ মানুষের খাদ্যদ্রব্যাদির মান পরিমাণ, পুষ্টির অভাব এবং অনুন্নয়ন স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এভাবে নিম্নমানের উৎপাদনশীলতা, মানুষের স্বল্প আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা এবং সবকিছু মিলে জীবনযাত্রা নিম্ন মানের।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, উন্নয়শীল দেশগুলোতে জন্মহার অধিক এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যার বোঝাটির বড় প্রত্যাশিত। প্রায় একযুগ আগে বা ২০০০ সালের তথ্যমতে, বিশ্বের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি। বিশ্বব্যাপী শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বসবাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বা তারও একটু কম লোকসংখ্যা বসবাস করে গুটিকয়েক উন্নত দেশে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্মহার প্রায় শতকরা ৩-৪ ভাগ। আবার কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে পরিবার পরিকল্পনা খুবই প্রশংসনীয়। যেমন, বাংলাদেশ ২০০০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.০০ ভাগ। বর্তমানে সফল পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সাপেক্ষে জন্মহার শতকরা ১.৫০ ভাগের কম। অতি সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গড়পড়তা জন্মহার ২.৬% এবং উন্নত দেশগুলোতে গড়পড়তা জন্মের ০.৭০%। নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সাধারণ ১৫ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গড়পড়তা নির্ভরশীল জনসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ আর উন্নত দেশে তা অর্ধেক বা শতকরা ২০ ভাগ । উন্নত দেশগুলোতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা উন্নয়শীল দেশে অর্ধেক।

উন্নয়ন বিশ্লেষণে আমরা কি চাই? আলোচনা মোতাবেক উন্নয়ন সাপেক্ষে আমাদের যেসব অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মস্থানের সৃষ্টি ইত্যাদি উন্নয়ন সাপেক্ষে খুবই সহায়ক। ন্যূনতম মজুরিসহ নিয়োগ সুবিধাবৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সাপেক্ষে আয়ের সুসম বণ্টন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানী খাতের আওতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের নিশ্চিতকরণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূলধন ও প্রযুক্তি সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধি এবং সবার উর্ধ্বে যা খুবই প্রয়োজনীয় তা হল উদার ও উৎপাদনমুখী আইনের প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং সামাজিক উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি।